শুদ্ধাভক্তিতে ইষ্টলাভ

বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ করলে সদ্ অভ্যাস গড়ে ওঠে। বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ না করলে বহু চেষ্টাতেও সদ্ অভ্যাসকে ধরে রাখা যায় না বা সদ্ অভ্যাসের গুণাগুণের ফললাভ করা যায় না। গীতায় অভ্যাস যোগের কথা বলা আছে। অভ্যাস যোগ ব্যতীত কোনও সাধনা পরিপক্কতা লাভ করতে পারে না। গান, বাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন সৌন্দর্য্যবোধের কলা শিক্ষা ব্যবহারিক জগতে অভ্যাসের দ্বারা এবং প্রতিভার সংযোগে অসাধারণত্ব লাভ করে । তেমনিই অন্তর্জগতের সন্ধান পেতে গেলে প্রতিনিয়ত অভ্যাস এবং তৎসঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি সংযোগের আবশ্যকতা আছে; যেমন মনকে স্থির করে একাগ্রভাবে সাধনার অভ্যাস করতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রথমে মনকে অন্তর্লক্ষ্যে একাগ্র করা সম্ভব হয় না। তাই বাহ্যিক সৎকর্ম, সৎচিন্তা দ্বারা একাগ্র করার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি, যখন শ্রীমা একাগ্র চিত্তে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে স্নান করান বা তাঁকে নিজ হাতে সাজান, তাঁর পরনের কাপড় থেকে, অঙ্গে পরার গহনা, মালা সকল ব্যাপারেই শ্রীমায়ের কী গভীর চিন্তা; কি রকম গহনা পরালে শ্রীকৃষ্ণকে সুন্দর দেখাবে, কিরকম কাপড় পরালে শ্রীমতী রাধারাণীকে সুন্দর দেখাবে, কোন্ দোকানে গেলে ভাল গহনাদি পাওয়া যাবে, কত সুন্দর সুচারুভাবে শ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গার রচনা করবেন, সেই আনন্দে তাঁর চিত্ত অনেক সময় গভীরভাবে একাগ্র থাকে। এইভাবে তিনি বাবাজী মহারাজ, গণেশ, শংকটমোচন হনুমানজী, শ্রীরাম-সীতা-লক্ষণ, প্রভু জগদ্বন্ধু, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামা এবং আরও অনেক বিগ্রহের শৃঙ্গার রচনা নিজ হাতে করেন। কেন করেন? সবাই তো এত একাগ্রচিত্তে এই সদ্‌কর্ম করেন না। বেশীরভাগই কোনও রকমে স্নান করিয়ে পূজা সারেন। তারা কর্তব্য করেন মাত্র, ভালবেসে সাধনার নিমিত্ত করেন না। সাধনার জন্য এই কর্ম করলে এবং জ্ঞান-ভক্তি ঐ কর্মের সঙ্গে যুক্ত করলে সাধক সহজে তার মনকে একাগ্র করতে পারবে। তাই অভ্যাসের প্রয়োজন। ভাগবতে একটি সুন্দর গল্প আছে।

—যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসবধের জন্য এলেন তখন তিনি মথুরায় তাঁর এক ভক্তের গৃহে গমন করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুদামা মালাকার। দুর্মুখ রজক বধের পর কৃষ্ণদাস তাঁতী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ভাল ভাল পোষাকে সুসজ্জিত করার পর, শ্রীকৃষ্ণ সুদামা মালাকারের হাতে মালা পরার জন্য তাঁর গৃহে গমন করেন। সুদামা মালাকার মালা গাঁথতে গাঁথতে শ্রীকৃষ্ণের গলায় মালা পরাবার কথা ভাবছিলেন এবং তিনি মনে মনে নিশ্চিত ছিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার হাতের মালা পরার জন্য তার ঘরে তার সামনে এসে উপস্থিত হবেন। এই সুদামা মালাকার সব সময় কৃষ্ণ চিন্তা নিয়ে সময় কাটাতেন। তিনি জানতেন,''ঈশ্বর চরণে যদি আমার মন থাকে সতত, তাহলে হরি অবশ্যই আমার ঘরে আসবেন।'' পরম কৃপানিধি তাঁর পরম ভক্তের মনের কথা জানতে পেরে কৃপাবশতঃ সুদামার সামনে মালা পরার জন্য হাজির হলেন। সুদামা নিজহাতে প্রভুকে মালা পরালেন এবং কৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়ে স্তব করতে লাগলেন। ভক্তিনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট ভগবান সুদামাকে নিজ শ্রীচরণে আশ্রয়ের বর প্রদান করলেন।

এই সুদামা মালাকার পূর্বজন্মে 'হরিপরিকর' নামে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বিরজানদীর তীরে বাস করতেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তার ছিল অগাধ ভক্তি। একদিন হরিপরিকর বিরজাতটে যখন গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন সনকাদি চারজান ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ সেখানে স্নানের জন্য উপস্থিত হলেন। কিন্তু ধ্যানমগ্ন থাকায় হরিপরিকর তাঁদের প্রতি লক্ষ্য দিলেন না এবং প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের সম্মান প্রদর্শণ না করায় কুপিত হয়ে তাঁরা তখন অভিশাপ দিলেন —''ব্রাহ্মণ দেখে যাঁর ভক্তি হয় না সে কখনো ভগবানের কৃপালাভ করতে পারে না।'' তখন হরিপরিকর করজোড়ে মুনিদের বললেন, ''হে দেবগণ, আপনারা আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমি সব সময়ে মনে মনে মালা গেঁথে ভগবান নারায়ণের গলায় পরাই। চিত্তকে ঐকান্তিক করে, মনোবীজকে সূতো করে, ভক্তিকে কুসুম করে মালা গেঁথে চলি; তাই অন্যত্র মন দিলে বা অস্থির হলে মনোবীজরূপ সূতো ছিন্ন হবে এবং আমার ধ্যানভঙ্গ হবে। আমি নারায়ণকে মালা পরাতে পারব না। এই ভয়ে আমি আপনাদের প্রণতি জানাতে পারিনি।'' এই শুনে ঋষিরা তখন বললেন, ''সত্যই তুমি বড় শুদ্ধমতি। তোমার অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠা কত একাগ্র কত নিবিড় তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা তোমাকে বরদান করছি যে যাঁর জন্য তুমি ভক্তিভরে আত্মনিবিষ্ট চিত্তে এই বিরজা নদীতটে মনে মনে মালা গেঁথে চলেছ নিশিদিন, নিশ্চয়ই তাঁকে একদিন নিজ হাতে মালা পরাবে। এজন্য তুমি ধরণীতলে বৃন্দাবন সন্নিকটে মথুরা

মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করবে। ব্রজলীলা সাঙ্গ করে মথুরাপুরে যাবেন যখন অবতাররূপী নারায়ণ, তখন নিজ হাতে, নিজ গৃহে প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করে মালা পরাবে তাঁর গলে।'' এই বর প্রাপ্ত হয়ে হরিপরিকর পরজন্মে সুদামা মালাকার হয়ে মথুরায় জন্মগ্রহণ করে এবং প্রভু নারায়ণকে মালা পরিয়ে মুক্তিলাভ করে। **—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সদাশিবানন্দ**

শিশু সাহিত্য

সন্তোষ ও অভিলাষ

দুই বন্ধু। একজনের নাম সন্তোষ মিত্র। আর একজনের নাম অভিলাষ অধিকারী। দুজনেই অপিসে খুব মন দিয়ে চাকরি করে, হাড়-ভাঙা না হলেও গাল-ভাঙা খাটুনি খাটে। খুব হিসেব করে চলে। এ-বেলা একটা ও-বেলা একটা-দুটোর বেশী তরকারি না, মাছ-মাংস সপ্তাহে একদিন সিনেমা থিয়েটার দু-তিন মাসে একটা, নষ্ট না, অপচো না, অথচ মাস ফুরোবার আগেই দুজনেরই ভাঁড়ে মা ভবানী।

বছর দশেক সহ্য করে একদিন দুজনে অপিস ফেরৎ কার্জন পার্কে বসল। দু-ইঞ্চি ঠোঙায় আট আনার চিনেবাদাম কিনে দুজনে ভাগ করে খেতে খেতে অভিলাষ বললে, আর তো পারি না রে! সন্তোষ বললে, সত্যিই আর পারা যাচ্ছে না।

বাড়ি ফিরে দুজনেই না খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। খাবার বিশেষ কিছু ছিলও না। শুকনো রুটি আর ঝড়তি-পড়তি দিয়ে একটা উরসুন্নি ঝোল। সেই ছোটবেলার মতো গলা ঠেলে কান্না এল। এ কি মানুষ পারে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই গাধার খাটুনি আর তার বদলে এই?

গভীর রাতে অভিলাষ স্বপ্ন দেখলে, তার ভাড়া বাড়ির ছাতে একটি সোনার এরোপ্লেন এসে নামল। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সর্বাঙ্গে দামী গয়না পরা এক অপরূপ সুন্দরী ভদ্রমহিলা। প্লেনের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ডাকলেন —

—অভিলাষ।

অভিলাষ দুরু-দুরু বক্ষে হাতজোড় করে বললে -

—আ...আ....আমায় বলছেন?

— হ্যাঁ, তোমাকেই। তোমার কান্না আমার বুকে বেজেছে। কী চাই তোমার অভিলাষ?

অভিলাষ বললে, অনেক অনেক টাকা চাই মা।

—ব্যস্? আর কিছু না?

— না। আর কিছু না। সুখ শান্তি আরাম আনন্দ স্বাস্থ্য সুনাম মান মর্যাদা — টাকা দিয়ে সব কেনা যায় মা।

— কি করে?

—কেন মা, এ তো খুব সোজা। শোভা বেচারী দিনরাত মুখ বুজে খাটে, চেহারা হয়েছে যেন পোড়া কাট। একটি ভালো ঝি — ইস্, থুড়ি, কিছু মনে করবেন না মা — কাজের লোক রেখে দেব। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম পেলে দুদিনে চেহারা ফিরে যাবে। মুখে হাসি ফুটবে। মেয়েটা গান-বাজনা ভালবাসে। ওকে হারমোনিয়াম তানপুরা কিনে দেব, বাড়িতে ওস্তাদ রেখে দেব। ছেলেটার এত খেলার সখ, একটা ক্রিকেট ব্যাটও ওকে কিনে দিতে পারিনি। একটু থেমে চোখ মুছে অভিলাষ বললে, পুজোর ফাণ্ডে মোটা টাকা চাঁদা দেব মা, পাড়ার ছেলেরা খাতির করবে। অনেকদিনের সখ মা, একশ টাকার সীটে বসে ভামিনী তৃষ্ণাপূর্তির নাচ দেখব। বাড়িটা ভেঙে নতুন করব, লেটেষ্ট ডিজাইনের আসবাব দিয়ে সাজাব, লিফট বসাব। কাশ্মীর, কুলু, কেদার-বদ্রী, মানস সরোবর যাব। প্লেনে করে ওয়ার্লড টুর করব। এম.এল.এ হব, মন্ত্রী হব, না না ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট .....পলাশ কল.....

প্লেনের কক্‌পিট থেকে একটি পেঁচা মুখ বাড়ালে। প্লেনটা গর্‌গর্ করে উঠল। এতক্ষণ ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে মুখে একটি মিষ্টি হাসি নিয়ে শুনছিলেন। হাসিটি মিলিয়ে গেল। তথাস্তু বলে কি একটা ছুঁড়ে দিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন। প্লেন উড়ে গেল। অভিলাষ ছুটে গিয়ে দেখলে একটা সোনার কি যেন কিলবিলোচ্ছে। কী এটা? সাপ? না দড়ি? না চাবুক? একটু খুবলে দেখলে জায়গাটা আবার পুরে গেল। অর্থাৎ অক্ষয়! অভিলাষ লাফাতে লাগল।

সন্তোষও স্বপ্ন দেখলে। বিষ্ণুপুরী গরদের শাড়ির সোনেরী আঁচলটি মাথায় দিয়ে, চরণে নূপুরের রুনুঝুনু আওয়াজ তুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন একটি বৌ। কি তাঁর রূপ! রূপে ভাঙা ঘর আলো হয়ে গেল। রাঙা হাসিতে সেই আলোকে রঙীন করে দিয়ে বৌ ডাকলেন —

— সন্তোষ।

সন্তোষ বললে, মা।